রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

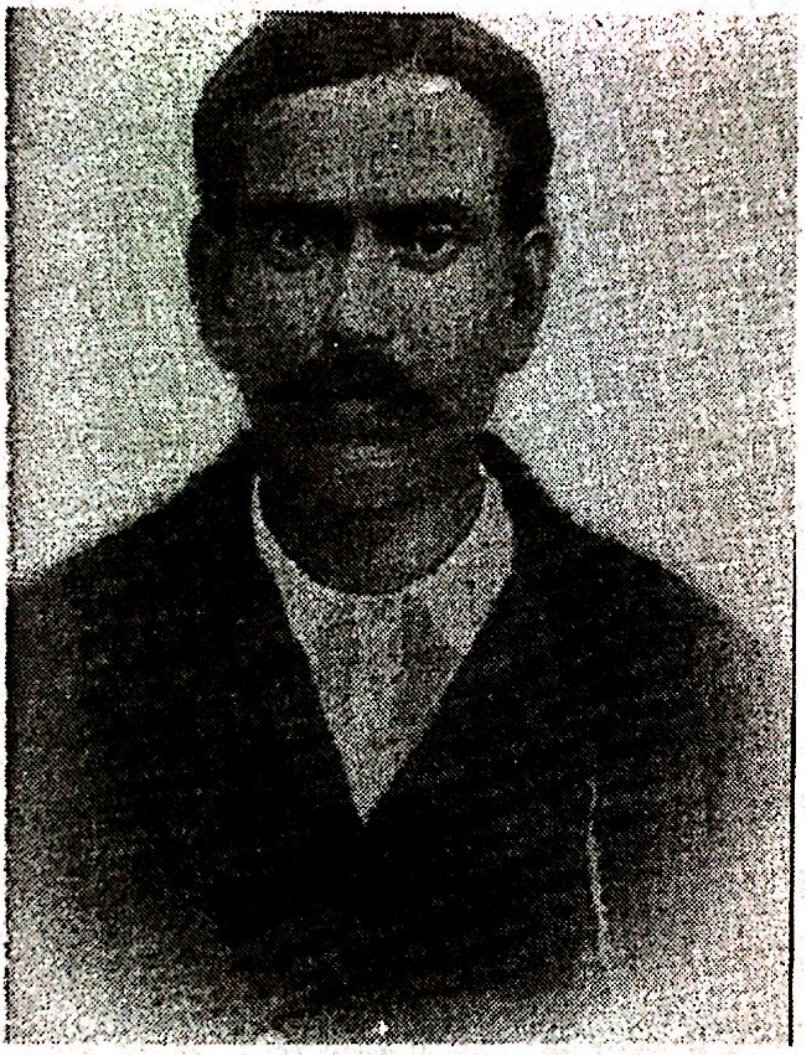

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ২৯শে আষাঢ় পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরে বাংলার ধ্রুপদীয়া রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার সংগীতাচার্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক রামশংকর ভট্টাচার্য-র অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য। অনন্তলালের ৪ পুত্র রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে প্রথম ৩ পুত্র সংগীতচর্চা করেছিলেন। শিশুকাল থেকেই রামপ্রসন্নের সংগীতের প্রতি আগ্রহ ছিল। তার প্রথম সংগীতগুরু ছিলেন পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার কাছে সংগীতের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে ১৮-১৯ বৎসর বয়সে তাঁর ভ্রাতা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কলিকাতা এসেছিলেন। কলিকাতা থেকে রামপ্রসন্ন গোয়ালিয়র ঘরাণার গোপাল চক্রবর্তী (নুলো গোপাল)-র কাছে ধ্রুপদ, খেয়াল এবং টপ্পা গানের তালিম নিয়েছিলেন। যদুভট্টের পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্যের শিষ্য এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভার সেতার বাদক নীলমাধব চক্রবর্তীর

কাছে তিনি সেতার, এস্রাজ ও সুরবাহারের তালিম নিয়েছিলেন। লখনৌ ঘরাণার বিখ্যাত তবলা-বাদক ওস্তাদ মুন্নে খাঁ-র কাছে তিনি তবলা বাদনের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যেমন কণ্ঠসংগীতে পারদর্শী ছিলেন তেমনি সেতার, সুরবাহার, এস্রাজ, পাখোয়াজ, ন্যাসতরঙ্গ, জলতরঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের কুচিয়াকোলের রাজা যোগেন্দ্রনাথ সিংহের দরবারে তিনি সভার সংগীতজ্ঞ পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খানের দরবারে সভাগায়ক পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা তাঁর সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শিক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামপ্রসন্নের এসরাজ বাদন শুনে বরোদার মহারাজ তাঁকে প্রধান বাদকরূপে তাঁর সভায় থাকার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি নাড়াজোলার রাজা নরেন্দ্রলালকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তিটি শিষ্যের প্রতি অবিচার করা হবে চিন্তা করে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছিলেন। তাঁদের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যে, বোমার মামলায় ইংরাজ শাসক দ্বারা রাজা যখন মেদিনীপুর জেলে বন্দী ছিলেন, তখন তাঁর কাছে যাতায়াতের জন্য জেল কর্তৃপক্ষ একজন আপন মানুষের নাম জানতে চাইলে রাজা নরেন্দ্রলাল তাঁর গুরুজীর সুরবাহার শুনবার জন্য তাঁর নামই বলেছিলেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে রাজা জানিয়েছিলেন যে, গুরুজী সুরবাহার বাজালে জেলের প্রধান সহ সব কর্মীরা এসে মন দিয়ে তাঁর সেই সুরবাহার বাদন শুনতেন।

রাজা নরেন্দ্রলাল ছাড়া তিনি ময়ূর ভঞ্জের মহারাজকেও সেতার শিখিয়েছিলেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে ছোট ভাই গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরহরি কবিরাজ (এস্রাজ) গোকুলচন্দ্র নাগ (সেতার) পুত্রগণ পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অনাদি চক্রবর্তী, হরিদাস চক্রবর্তী, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজলাল মাঝি, বিজন হাজারী, ভাস্কর শাঁখারী প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন।

রাজা নরেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে তিনি বিষ্ণুপুরে তাঁর পিতা অনন্তলালের প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যোগ দিয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ে সংগীতের শিক্ষকতা করে তিনি পিতৃস্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

রামপ্রসন্ন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সংগীত ঐতিহ্যকে রক্ষা করা

যায় একমাত্র সংরক্ষণ দ্বারা। তাই তিনি এই সংরক্ষণের ২টি পথ অর্থাৎ মৌখিক পরম্পরা অর্থাৎ গুরুশিষ্য পরম্পরা যাকে বলা যায় ক্রিয়ামার্গ এবং অপরটি লিখিত পরম্পরা অর্থাৎ আচার্য পরম্পরা যাকে বলা যায় জ্ঞানমার্গ এই উভয় পরম্পরা থিয়োরী প্র্যাকটিস ২টিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি নিঃসন্দেহে হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রকৃত সংগীতনায়ক।

সংগীত ইতিহাসে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট অবদান হলো তাঁর রচিত বাংলা ভাষায় সংগীত বিষয়ের শীর্ষস্থানীয় 'সংগীত মঞ্জরী' গ্রন্থ। গ্রন্থখানি ১৯০৭ সালে অর্থাৎ বাংলা ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রাজা নরেন্দ্রলাল খান এই গ্রন্থটির ১ম সংস্করণের মুদ্রিত করার ভার নিয়েছিলেন। পরে ১৩৩৯ সালে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তবে গ্রন্থটি অল্প সময়ের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ ও সুভাষ চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন। তাঁরা দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে মুদ্রিত গানগুলিকে সহজ পদ্ধতি আকারমাত্রিকে রূপান্তর করেছেন।

সংগীতমঞ্জরী গ্রন্থটিতে সংক্ষেপে ও সরলভাবে সংগীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্বরসাধনের প্রণালী এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। তানসেন, বৈজু প্রমুখের রচিত গানগুলিকে রক্ষা করে গ্রন্থকার সংগীত সমাজকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটিতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী প্রভৃতি শ্রেণীর ৩০০টির বেশী গীত সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দী গানগুলির বাণী যাতে শুদ্ধ হয় এবং অর্থ সহজ হয় সে বিষয়ে গ্রন্থটিতে নজর দেওয়া হয়েছে।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'মৃদঙ্গ-দর্পণ', 'তবলা-তরঙ্গ', 'এসরাজ তরঙ্গ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই বৈশাখ, সংগীত গুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রধান কেন্দ্র ও একমাত্র ঘরাণা হলো বিষ্ণুপুর। বাংলায় উচ্চাঙ্গ সংগীত তথা ভারতীয় সংগীতের প্রতিষ্ঠাতা রামশংকর ভট্টাচার্য ও তাঁর শিষ্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দিক্‌পালের প্রতিভা ও সাধনাকে মর্যাদা দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিষ্ণুপুর ঘরাণার উন্নতিকল্পে রামপ্রসন্ন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য বিষ্ণুপুর ঘরাণার ইতিহাসে এই সংগীত নায়ক চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।